**“কল্পনা করুন এমন একটি ভূমি…
যেখানে চারদিকেই মরুভূমি, অল্প পানি, নেই শক্তিশালী সাম্রাজ্যের ছায়া—
তবুও ছিল সাগর-মহাসাগরের সংযোগস্থলে এক কৌশলগত ভূখণ্ড।
যেখানে পূর্ব-পশ্চিমের বাণিজ্য মিলত, আর বিভিন্ন জাতি তাদের স্বার্থে ভিড় জমাতো।
কিন্তু সেই আরবরা রাজনৈতিকভাবে দুর্বল, সামাজিকভাবে পিছিয়ে, ভৌগোলিকভাবে বিচ্ছিন্ন ছিল।
মানবসভ্যতার চোখে তারা ছিল তুচ্ছ।

কিন্তু ইতিহাসের নিয়ম বদলে গেল।
এই উপদ্বীপেই জন্ম নিল এমন এক বিপ্লব—
যা অজ্ঞতার ঘোরাল অন্ধকার ভেদ করে জাতিকে দিল নতুন পরিচয়, নতুন শক্তি, নতুন মর্যাদা।
যা প্রমাণ করে—
কোনো জাতি ছোট নয়, দুর্বল নয়;
উঠে দাঁড়ানোর ইচ্ছা আর আল্লাহর দয়া থাকলে মরুভূমিও সভ্যতার মানচিত্র বদলে দেয়।”**
“আরব উপদ্বীপ… একসময় ছিল অন্ধকার, অজ্ঞতা আর বিভক্তির ভূমি।
মানুষ ছিল উপজাতিতে বিভক্ত, সমাজ ছিল দুর্বল, আর শক্তিশালী সাম্রাজ্যদের মাঝে ছিল এক বিস্মৃত জায়গা।
তবুও আল্লাহর হিকমতে এই অন্ধকার ভূমিই হয়ে উঠেছিল মানবতার নতুন সূর্যোদয়ের কেন্দ্র।
যেখানে নবী মুহাম্মদ ﷺ মানুষের হৃদয় থেকে অজ্ঞতার পর্দা সরিয়ে দিলেন, আরবদের এক জাতিতে রূপ দিলেন, আর দুনিয়াকে দেখালেন—
জ্ঞান, ন্যায়, নৈতিকতা ও ঐক্যের এমন আলো, যা আজও পৃথিবীকে পথ দেখায়।
ইতিহাসের এই পরিবর্তন প্রমাণ করে—
আল্লাহ যখন চান, মরুভূমির বালুকণাও সভ্যতার রাজধানীতে পরিণত হয়।”
“ইসলাম আগমনের আগে আরব উপদ্বীপ ছিল এক বিস্তীর্ণ মরুভূমির দেশ।
পশ্চিমে লোহিত সাগর, পূর্বে আরব উপসাগর, আর দক্ষিণে ছিল ভারত মহাসাগরের বিশাল তটরেখা।
তবে মাঝে ছিল অনাবাদি মরুভূমি, উঁচুনিচু বালিয়াড়ি আর দীর্ঘ পর্বতমালা—
যার কারণে আরব জনগণ বহু শতাব্দী পৃথিবীর অন্যান্য শক্তিধর সাম্রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল।

উত্তরের দিকে ছিল রোম ও পারস্যের ক্ষমতাধর ভূখণ্ড;
কিন্তু আরবের কঠিন জলবায়ু, পানির অভাব ও পাথুরে ভূমি তাদের আক্রমণ থেকে আরবকে রক্ষা করেছিল।
এটাই ছিল আরবের ভৌগোলিক শক্তি—
দুই পরাশক্তির মাঝখানে থেকেও স্বাধীনভাবে টিকে থাকা।

একদিকে সাগর-মহাসাগরের সংযোগস্থল,
অন্যদিকে অসংখ্য মরুভূমির প্রাকৃতিক দুর্গ—
ফলে আরব উপদ্বীপ বাণিজ্যের জন্যও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হয়ে ওঠে।
এই কৌশলগত ভূগোলই পরে ইসলামের বিস্তারের জন্য এক বিশাল প্রস্তুতি তৈরি করে দিয়েছিল।”